

ঘর পোড়লোনা উঠোন তাঁতালো

মুক্ত-মনা, ভিন্নমতে প্রকাশিত আমার ‘ছবিতে ইসলাম চেনা’ লেখাটির সর্বপ্রথম প্রতিবাদী লেখিকা তাঁর লেখার শেষভাগে বলেছেন, এ বিষয়ে তর্কে জড়াতে চান না। কিন্তু আমার কিছু বলার আছে। আমি ইচ্ছে করেই মৃত, গলাকাটা, শিরচ্ছেদ বা অগ্নি-দগ্ধ মানুষের বিভৎস ছবি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। প্রথম সারিতে একটি শিশুর পেটে বোমা বেঁধে দিয়েছেন তার নিষ্ঠুর পিতা। সব শেষে রয়েছে একটি নিরুপায় অসহায় শিশুর বিষ্ময়ভরা, অনুসন্ধানী দুটো চোখ। পৃথিবীর মানুষের কাছে এ দুটো শিশুর একটি ই প্রশ্ন, আমরা মরবো কেন? ছোট্ট এ প্রশ্নটির উত্তর দেবার আছেন কি কেউ এ জগতে? কেউ নেই। মানুষ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেনা, পারবেনা যতক্ষণ না সে কোন ধর্মগ্রন্থ পড়েছে।

মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে ভয়ে থর-থর করে কাঁপছিল বেসলান স্কুলের শিশু বরিক রোবায়ের। হাতের মুষ্টিতে বাবার পকেট থেকে আনা সুইচ কেনার কিছু ভাংতি পয়সা। হাত বাড়িয়ে শিশুটি নিরুপায়ের শেষ মিনতি জানায়- ‘আমরা মরবো কেন? তোমরা আমাদেরকে মারবে কেন? আমার হাতের সব গুলো পয়সা তোমাকে দেবো, আমাদেরকে মেরোনা।’ জেহাদী তার মনের মানসপটে দেখতে পায় বেহেশতের ছবি। আজ শুক্রবার। দেরী আর সয়না। তার কানে ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হয় সুগীয়বাণী। ‘হাসরের মাঠে আমার পরে উত্তম পুরুষ হিসেবে তারাই হবে সম্মানিত, যারা পৃথিবীতে আল্লাহর পথে জীবন দান করবে। হাসরের মাঠে তারা উঠবে রক্তাক্ত পোষাকে। তাদের জন্য সুগীয় পোষাক হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে হুর-গেলেমান। আর তাদের আগে কেউ বেহেশতে ঢুকতে পারবেনা’। (আল্ হাদিস)। জেহাদী সহাস্যে উত্তর দেয়- ‘আমরা মরতে এসেছি আল্লাহর নামে, তোমাদেরকে ও সঙ্গে নিয়ে যাবো ইন্শাআল্লাহ’। এ ছিল আই, টি, ভির রিপোর্টার জুলিয়ান মানিয়ানের কাছে প্রত্যক্ষদর্শী এক মায়ের দেয়া ইনটারভিউ এর বর্ণনা। সুর্গ-সুখের এ গ্যারান্টিই তাড়া করে নিয়েছিল হুমায়ুন আযাদের ঘাতককে একুশের বই মেলায়। এ নেশাই বাবাকে অনুপ্রানিত করে সন্তানের পেটে বোমা বেঁধে দেয়ার। মদিনায় তৈরী এ সুরা যে পান করতে পেরেছে, সার্থক হয়েছে তার জন্ম, সে ই হতে পেরেছে প্রকৃত মৌলবাদী, প্রকৃত ঈমানদার। মৌলবাদী না হলে প্রকৃত ঈমানদার হওয়া যায়না। যারা ইসলাম থেকে মৌলবাদ আলাদা করতে চায় তারা চরম মিথ্যাবাদী, ভুল, প্রতারক। সময়, কাল, যুগের পরিবর্তনের অজুহাত দেখিয়ে যারা কোরাআন হাদীসের একটা জের, জবর, নখতা, দাড়ি, ক’মা পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে তারা বেদা-তী ও নির্খাত জাহান্নামী। মেইড ইন্ মদীনা- সুগীয় সুরার বোতলের লেবেলে তার সেবন পদ্ধতি পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে। কোন্ সুরা পানে মত্ত হয়ে নেশাগ্রস্ত মাতালের মত প্রতিবাদী লেখিকা প্রকাশিত ছবিগুলো দেখে বলতে পারলেন- এরা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী জাতীয় মুক্তিসংগ্রামী? মাদ্রীদের ট্রেন স্টেশনে, বাংলাদেশে ঢাকার একুশের বই মেলায়, আমেরিকার টুইন টাওয়ারে, রাশিয়ার শিশু স্কুলে, তেলাবীবের স্কুল বাসে নিষ্পাপ শিশু হত্যা- এ কেমন জাতীয় স্বাধীনতা মুক্তিসংগ্রাম? হ্যাঁ মুক্তিসংগ্রামই বটে। তেমাদেরকে প্রভুর পতিনিধি হিসেবে জগতে প্রেরণ করা হয়েছে। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে, আল্লাহর শত্রুদেরকে ধংস করে তোমাদেরকে

বিজয়ী হতে হবে। আল্লাহর সৃষ্ট সারা বিশ্বে আল্লাহর শাসন কায়েম করা তোমাদের করণীয় কর্তব্য (ফরজ)।

লেখিকা তাঁর অন্য একটি লেখায় ইরাকে শিয়া-সুন্নী ও খৃষ্টানদের মধ্যকার বিবাদের জন্য মার্কিনীদেরকে দায়ী করেছেন। কোথা হতে, কার যুগে, কার উদ্যোগে শিয়া-সুন্নী বিবাদের সৃষ্টি, ইসলামের ইতিহাসে তা স্পষ্টই লেখা আছে। ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস জানতে হলে কোরআনের ভাষায় কোরআনকে চিনতে হবে। বাংলা মার্কী ইসলামে খোলাফায়ে রাশেদীনদের যুগকে সূর্যযুগ বলে প্রতিয়মান হতে পারে, আসলে সেটা ছিল আরব বিশ্বের জন্য এক মারাত্মক সন্দ্রাসী যুগ।

ছবির মধ্যে আমি সন্ধান করেছি আসল ইসলামের। দেখাতে চেষ্টা করেছি ধর্মের সেই সুরার বিষাক্ত সুরূপ, যা পান করে মানুষ মানুষকে, নিষ্পাপ শিশুকে অবলিলায় হত্যা করতে পারে। পক্ষান্তরে প্রতিবাদী লেখিকা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ছবিগুলো ছাপিয়ে প্রমাণ করতে চাইছেন- ‘তুমি যা আমি ও তা। তুমি আমার ঘর পুড়িয়েছ, তাই আমি ও তোমার টুইন টাওয়ার ধংস করলাম, এতে অন্যায়ের কিছু নেই’। আমি ইঙ্গিত করেছি সেই বিষ-বৃক্ষের প্রতি, খোঁজতে চেয়েছি সন্দ্রাসের উৎস কোথায়। তিনি বলেছেন **ইসলাম সহ সকল ধর্মই শান্তির কথা বলে।** এটা হিপোক্রাট রাজনীতিবিদদের কথা। একথা আমেরিকার বুশের মুখে শোনায় ভাল। আজিকার বিশ্বে পাঁচ বছরের শিশু ও তা বিশ্বাস করবেন।

মুক্ত-মনা, ভিন্নমতের মডারেটর সহ নিয়মিত কোন লেখকই আপনার আশির্বাদ! থেকে বঞ্চিত হননি, সূতরাং সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা কর্তৃক ধোলাই করা আমার মগজটা তা যে আপনার সু নজরে পড়েছে তাতেই আমি ধন্য। ভেবেছিলাম পরবর্তি দুটি পর্বে ছবিতে রামায়ন, গীতা ও বাইবেল চেনার চেষ্টা করবো, তা আর আপাতত বাদই দিলাম। তবে ধর্ম নামক বিষ-বৃক্ষের ফল ভক্ষন করা থেকে আমাদের নতুন প্রজন্মকে বাঁচাবার তাগিদে, এ বিশ্বে শিশুর বাস যোগ্য করার লক্ষ্যে ধর্ম সম্মুখে আমাদের লিখতে হবে, লিখে যাবো।

সৈয়দ হাবিবুর রহমান
ইংল্যান্ড